



365511 - রমযানরে দিনরে বলোয় করনোর টকি নলি ক রিযো নষ্ট হবো?

প্রশ্ন

রযো রেখে রমযানরে দিনরে বলোয় করনো (কোভিডি-১৯)-এর টকি নয়োর হুকুম কী?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

রমযানরে দিনরে বলোয় করনোর টকি নতি কোন অসুবিধা নই। যহেতে এটি চকিৎসা শ্রণীয় ইনজকেশন; যা রযো নষ্ট করে না। কেনো এটি পানাহার নয়; পানাহাররে স্থলাভিষ্কিতও নয় এবং পানাহাররে স্বাভাবিক পথ তথা মুখ বা নাক দিয়ে এটাকে প্রবশে করানো হয় না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানরে দিনরে বলোয় করনোর টকি নতি কোন অসুবিধা নই। যহেতে এটি চকিৎসা শ্রণীয় ইনজকেশন; যা রযো নষ্ট করে না। কেনো এটি পানাহার নয়, পানাহাররে স্থলাভিষ্কিতও নয় এবং পানাহাররে স্বাভাবিক পথ তথা মুখ বা নাক দিয়েও এটাকে প্রবশে করানো হয় না।

১৪১৮ হজিরীর ২৩-২৮ শে সফর সৌদ আরবরে জেদেদাতে অনুষ্ঠিত ফকিহ একাডেমীর দশম অধিবেশনের সদিধান্তে এসছে:

“চকিৎসা সংক্রান্ত রযো ভগ্গকারী বিষয়াবলী” বিষয়ে একাডেমীতে পশেকৃত গবেষণাসমূহ পর্যালোচনা এবং ১৪১৮ হজিরীর ৯-১২ সফর (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দরে ১৪-১৭ জুন) মরক্কোর ‘কাসাব্লাঙ্কা’ শহরে ফকিহ একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানরে সহযোগিতায় ‘ইসলামিকি মডেকিলে অর্গানাইজেশন’ কর্তৃক নবম ‘ফকিহ ও মডেকিলে সমিপোজিয়াম’ এর পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত গবেষণাপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনা এবং অংশগ্রহণকারী ফকিহবদি ও ডাক্তারগণরে আলোচনা-পর্যালোচনা শূনা এবং কুরআন-সুন্নাহ ও ফকিহ বিশারদদের বক্তব্য জানার পর নমিনোকৃত সদিধান্ত দচ্ছ:

এক: নমিনোকৃত বিষয়াবলী রযোভগ্গকারী হিসেবে গণ্য হবো না:

৮। ত্বকো, পশীতে কথিবা শরীতে প্রদত্ত চকিৎসা শ্রণীয় ইনজকেশন; তবো খাদ্যজাতীয় তরল ও ইনজকেশন বাদ দিয়ে।”[ফকিহ একাডেমীর জার্নাল, সংখ্যা-১০ থেকে সমাপ্ত]



ফতওয়া বমিয়ক স্থায়ী কমটির ফতওয়াসমগ্র (১০/২৫২) এসছে:

“রোযাদারের জন্য রমযানের দিনেরে বলোয় পশৌতে ও শরীতে ইনজকেশনের মাধ্যমে চকিৎসা নয়ো জায়যে। তবে রোযাদারের জন্য রমযানের দিনেরে বলোয় খাদ্যজাতীয় ইনজকেশন নয়ো জায়যে নয়। কনেনা তা পানাহার গ্রহণেরে পরযায়ভুক্ত। এ ধরণেরে ইনজকেশন নয়ো রোযা না-রাখার কৌশল হিসেবে গণ্য হবো। পশৌতে ও শরীতে যদি রাতেরে ইনজকেশন নয়ের সুযোগ থাকে তাহলে সেটো করা ভাল।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“যা কিছু পানাহারেরে স্থলাভিষিক্ত আলমেগণ সগেলোকে রোযাভঙ্গকারী বমিয়েরে অধিভুক্ত করছেন; যমেন- নডিট্রশিন ইনজকেশন। নডিট্রশিন ইনজকেশন বলতে সসেব ইনজকেশন নয় যগেলো শরীরকে চাঙ্গা করে বা সুস্থ করে। বরং নডিট্রশিন ইনজকেশন হচ্ছে যগেলো গ্রহণ করলে পানাহার লাগে না।

পূর্বকোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: যবে সকল ইনজকেশন পানাহারেরে স্থলাভিষিক্ত নয় সগেলো রোযা ভঙ্গ করবে না। চাই সগেলো শরীতে পুশ করা হোক কিংবা রানকে কিংবা অন্য যবে কোন স্থানে।”[শাইখ উছাইমীনেরে ফতওয়া ও পুস্তকি সমগ্র (১৯/১৯৯)]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়ছেলি:

“টকির ইনজকেশন কি রোযার উপর প্রভাব ফলেবে?”

জবাবে তিনি বলেন: প্রভাব ফলেবে না। রোযা সহহি। যবে ইনজকেশনগুলো টকি হিসেবে কিংবা চকিৎসা হিসেবে পুশ করা হয় সঠকি মতানুযায়ী সগেলো রোযার উপর প্রভাব ফলেবে না। তবে নডিট্রশিন ইনজকেশন ব্যতীত। কারণ নডিট্রশিন ইনজকেশন রোযার উপর প্রভাব ফলেবে। সাধারণ ইনজকেশন, টকির ইনজকেশন বা এ জাতীয় অন্যন্য ইনজকেশন রোযার উপর প্রভাব ফলেবে না। অতএব, সঠকি মতানুযায়ী টকির ইনজকেশন রোযার উপর প্রভাব ফলেবে না। রোযা সঠকি।

উপস্থাপক: জাযাকুমুল্লাহু খাইরা। চাই এই ইনজকেশন পশৌতে পুশ করা হোক কিংবা শরীতে?

শাইখ: হ্যাঁ। আমভাবে (পশৌতে দয়ো হোক বা শরীতে)। এটাই সঠকি।[শাইখ বনি বাযেরে ওয়বেসাইট থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ড. সাদ আল-খাছলান (হাফযিহুল্লাহ) বলেন:

“যবে ব্যক্তির মযানের দিনেরে বলোয় করনোর টকির ডোজ নলি তার রোযা কনিষ্ট হবো?”



জবাব: তার রোযা নষ্ট হবো না। কেনো করোনার টিকা চিকিৎসা শ্রণীয় ইনজেকশন। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চিকিৎসা শ্রণীয় ইনজেকশন রোযা ভঙ্গ করে না। কেনো এ ধরণে ইনজেকশন পানাহার নয় কিংবা পানাহারে স্থলাভিষিক্তও নয়।

মূল বধিান হল: রোযার শুদ্ধতা। তাই সুস্পষ্ট কোন বিষয় ছাড়া আমরা এ মূল বধিানকে পরবিত্তন করব না।

অতএব, আমরা বলব: রোযাদারেরে জন্ম করোনার টিকা নতিে কোন অসুবধিা নাই। এতে রোযা ভাঙ্গবো না।”[ভডিও ক্লপি থেকে]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।